Available online at http://www.ijims.com

ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343

IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Adhunik Bharate Narir Abasthan

আধুনিক ভারতে নারীর অবস্থান

Sarmistha Acharyya

সহকারি অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।

Abstract

Women enjoyed freedom like men safely from the beginning of the human civilization (about 500BC). But in the next thousand year position of women gradually deteriorated. After Independence of the India witnessed tremendous changes in the status of women in Indian society. Indian constitution ensures fundamental right of equality of sexes. But in this period of 'globalization' women have became unsafe in every step of life. We are imitating the Western culture but we have no clear concept to mixing it with our own culture.

Today's socio-economic condition has opened the door of liberalization, privatization. This cause directly affects the women security. So women and girl child trafficking has very much increased quickly from one state to another. In the same way rape, kidnapping, mental and physical harassment of women has also growing fast.

At present, we have become modern by dress but not by healthy mind. First of all we have to change our mentality and arrange the proper counseling for the victim, punishment for culprit and rehabilitation for victim. Otherwise women's right, women's empowerment never become successful in our society. The objective of this paper is to focus on the present condition of women in Modern India.

Key Words: Freedom, civilization, deteriorated, Independence, Fundamental right, globalization, imitating, liberalization, privatization, trafficking, victim, punishment, rehabilitation, empowerment.

ভারতীয় সংস্কৃতির দুই বাহু আজন্মকাল থেকেই অচেনাকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। নানা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিবিধের মাঝে ঐক্যই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। কিন্তু তাই বলে অচেনা-অজানা পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কৃতি ভারতীয় চিন্তা-চেতনাকে জাগ্রত করে ঠিকই, তবে হঠাৎ 'জেগে ওঠা' বিষয়টি বর্তমান যুগ- প্রেক্ষাপটে একটি সংবেদশীল বিষয় বলেই আমার ধারণা। কারণ, গ্রহণীয়-বর্জনীয় দুটি বিষয়ের গুরুত্ব সমান ভাবে না বুঝলে তীরে এসে তরী ডুববেই। বর্তমানে আইন প্রণয়ন করে নারীকে সুরক্ষা প্রদানের মত বহুল চর্চিত বিষয়ের পেছনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান কিছু কম নয়। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি তার জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়েছে নারীকে সন্মান করতে। বৈদিক যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী তার প্রমাণ। তবে একথা অস্বীকার

করার কোনও উপায় নেই যে সতীদাহ প্রথা, পর্দাপ্রথা, জহরব্রত, দেবদাসী প্রথা ভারতের সেই পুরানো সংস্কৃতিকে কালিমা লিপ্ত করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের নারী শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, রাজনীতি্ কর্মক্ষেত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯(এ) ধারায় নারীরা পুরুষের সমান কার্যের জন্য সমান বেতনের অধিকারী। শুধু তাই নয়, নারীজাতিকে সম্মানের চোখে দেখার জন্য তাদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সংবিধানের ৪২নং ধারা অনুযায়ী মেয়েদের মাতৃত্বকালিন ছুটির সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান Scenario টা কোথাও যেন পাল্টে গেছে। মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কোথাও সাযুজ্য নেই। তার ওপর বিশ্বায়নের কু-প্রভাব নারী সমাজের অস্তিত্ব আর নিরাপত্তা-- উভয়কেই আজ বিপন্ন করে তুলেছে। শুধু কাগজে কলমে সমানাধিকার, নিরাপত্তা দেওয়া গেলেও বাস্তবে তা কার্যকরী করা যে খুব কঠিন তার প্রমাণ ১৯৭০ সালের মথুরা পুলিশ থানায় ধর্ষণ কাণ্ড, ২০০৬ সালে মুসলিম কন্যা ইমরাণার শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষণ এবং ১৭-১২-২০১৩ সালে দিল্লীর চাটার্ড বাসে ঘটে যাওয়া নারকীয় নির্ভয়া কাণ্ডে আমরা পেয়েছি।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারীসমাজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জাগ্রত হয়েছে। লিঙ্গবৈষম্য, কণ্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ, নারী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা – সব কিছু নিয়েই নারী সরব হয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের মেয়েদের শরিয়তি নিয়মের তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জয়ী হওয়ার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তথাপি কোনও কোনও ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য তো থেকেই যাচ্ছে। পৈতৃক সম্পত্তির উপর আজও পুত্র সন্তানের অগ্রাধিকার লক্ষ্য করা যায়। আজও নারী পথে ঘাটে সুরক্ষিত নয়। সমাজের অনুশাসন কোথাও যেন ঠিক করে দিয়েছে সন্ধ্যের পর মেয়েদের রাস্তায় বেরোনো উচিত নয়। কোনও দুর্ঘটনার স্বীকার হলে জবাবদিহি মেয়েদেরই করতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি বা হতে পারে। ২০১০ সালের ৯ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারীদিবসে পার্লামেন্টে রাজ্যসভায় মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিল পাশ করে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা হয়। বলাই বাহুল্য এখানেও বৈষম্য। প্রকৃতিতে যেখানে নারী ও পুরুষের অনুপাত ৫০ : ৫০ সেখানে বিল পাশ করে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আসলে সমাজ যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে, বিজ্ঞান যে গতিতে এগোচ্ছে সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে যথেষ্টই কঠিন। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারাটাই একটা Challenge। যদিও এককথায় বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দেওয়া একটু কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখা করেছেন:

'Globalization is the free movement of goods, services and people across the world.'

অথবা

'Globalization is the extension and integration of cross border international trade, investment and culture.'

তবে সহজ ভাবে বলা যায় যে, জাতীয় সীমানা পেরিয়ে একক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সমষ্টিগত ভাবে জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়াই বিশ্বায়ন।

বর্তমানে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এই পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। দেশের বেসরকারিকরণ, অর্থনৈতিক মন্দা, চাষবাসে ভর্তুকি তুলে দেওয়া, উন্নয়নের পথে ভাঙন, অর্থনীতি – সবই বিশ্বায়নের ও শিল্পায়নের দরজা খুলে দিয়েছে। যার ফলে উদারীকরণ (Liberalization), Sex tourism বেড়েই চলেছে। শিল্পায়নের ফলে বিশ্বের দরবারে শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে। বিশ্ববাজারে মহিলা ও শিশুদেরকে ভাড়া করে হয় পরিচারিকা রূপে, নয় যৌনকর্মী হিসাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের লোকজন

অর্থলাভের আশায় উন্নত দেশের দিকে ছুটছে। ফলে সমস্ত উন্নত দেশগুলিতে একটি মিশ্র সংস্কৃতির আবহ তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার চাপে ক্রমে চিত্রটা পাল্টে যাচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে নারী জাতির সুরক্ষার উপর।

কৃষি নির্ভর পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের পরম শান্তি আজ আর নেই। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক বিভীষিকার হাতছানিতে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও শহরমুখী হয়েছে বা বৃহত্তর অর্থে বিদেশমুখী হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। Rajender Kaur তাঁর 'Globalization and the Indian woman: Hype and Reality গ্রন্থে বলেছেন -

'Globalization is a policy which benefits only rich section of societies'

অনুন্নত দেশগুলি থেকে মেয়েরা সহজেই পাচার হয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে। পরিবারকে স্বচ্ছলতা দেবার প্রলোভন, ভালো বাসস্থানের লোভ দেখিয়ে, ভালো বেতন বা ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে এই সব মেয়েদের দুষ্ট চক্রের অধীনে নেওয়া অপরাধীদের পক্ষে খুবই সহজ কাজ। এই ভাবে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে শত শত মেয়ে। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ু, মাদুরাই, গোয়া, কিষাণগঞ্জ, পাটনা, বিহার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ), উত্তর প্রদেশ থেকে মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দুবাই, বাহরিণ, ওমান, ব্রিটেন, ফিলিপিনসে। সেখানে যৌনকর্মী হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। The Ministry of Woman and Child Development – এর Report অনুযায়ী ২০১৫ সালে ১৫৪৪৮ জন মহিলা এবং ২০১৬ সালে ১৯২২৩ জন মহিলা এই পাচার চক্রের শিকার হয়। এর মধ্যে পশ্চিম্ববঙ্গের থেকেই বেশি সংখ্যক মহিলা পাচার হয়েছে। স্বাক্ষরতার অভাব, নিম্নমানের শিক্ষা, অজ্ঞানতা, সাধারণ বোধশক্তির অভাব–এই সমস্ত মেয়েদের বিপদের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের আয় দারিদ্রসীমার নিচে সেই সব পরিবারের মেয়েরাই বেশি দুষ্ট চক্রের শিকার হচ্ছে।

এছাড়াও অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ, পরিবারের ভাঙন, বৈবাহিক অশান্তি, শারিরীক ও যৌন নির্যাতন, ড্রাগ সেবন, পরিবারের অত্যাধিক চাপ, বড় পরিবারের বাচ্চাদের সঠিক যত্নের অভাব, পরিবারে লিঙ্গ বৈষম্য, স্বামীর দ্বারা নির্যাতন, স্বামীর দ্বিতীয়/তৃতীয় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক প্রভৃতি এবং শিশু ও নারী Trafficking – এর কারণ। CSWB(Central Social Welfare Board, Government of India) - র রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, এই সব নিগৃহিতা মহিলার বেশিরভাগই ডিভোর্সী, অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছিন্না বা বিধবা।

Thomas Reutors Foundation এর সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে ভারতবর্ষ হল মহিলাদের বসবাসের জন্য পঞ্চমতম অসুরক্ষিত দেশ। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতি শ্রেণিতেই হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হতে হয় মেয়েদের। সেখানে প্রেমে প্রত্যাখ্যান, Acid আক্রমণ, দরিদ্র পরিবারে লুকিয়ে বাল্যবিবাহ দান, পণপ্রথা, পারিবারিক হিংসা, পুড়িয়ে বধূ হত্যা – কোন কিছুই বাদ যায় না।

১৯৭৭ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ৫০০০ জন মহিলা পণপ্রথার জন্য পারিবারিক হিংসার বলি হন। এই ধরণের পারিবারিক হিংসা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বেশি হয়। এই হিংসা বন্ধ করে মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য Domestic Violence Act 2005 পাশ হয়, যা ২০০৬ এর ২৬ অক্টোবর থেকে কার্যকরী হয়। পারিবারিক হিংসা ছাড়াও কন্যাভ্রূণ হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ তো আছেই, পাশাপাশি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে আকছাড় পুরুষ সহকর্মীর দ্বারা হেনস্তা হতে হয়। এই হেনস্তা বন্ধ করার জন্যও ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে আইন পাশ হয়। এত করেও অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬ সালে ১৯টি শহরের মধ্যে ৪০ শতাংশ ধর্ষণকাণ্ড দিল্লীতেই ঘটেছে। ৩৪৬০০টি নামভুক্ত ধর্ষণকাণ্ডের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ শীর্ষে, তার পরই দিল্লী।

নিম্নে প্রদত্ত সারণির পরিসংখ্যানগুলোতে এক নজর চোখ রাখলেই বর্তমান পরিস্থিতিটা উঠে আসবে:

Crime against Women

Crime Head	Crime Incidence			Crime Rate			Percentage Variation	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014- 2015	2015-2016
Total Crime Against Women	3,39,457	3,29,243	3,38,954	56.6	54.2	55.2	-3.0%	2.9%

S.No	Crime Head	Total Cases Reported	Major State/UT during 2016		
1.	Cruelty by husband or his relatives	1,10,378	West Bengal (19,302)	Rajasthan (13,811)	Uttar Pradesh (11,156)
2.	Assault on women with intent to outrage her modesty	84,746	Maharashtra (11,396)	Uttar Pradesh (11,335)	Madhya Pradesh (8,717)
3.	Kidnapping & Abduction	64,519	Uttar Pradesh (12,994)	Maharashtra (6,170)	Bihar (5,496)
4.	Rape	38,947	Madhya Pradesh (4,882)	Uttar Pradesh (4,816)	Maharashtra (4,189)

Violent Crimes

Crime Head	Crime Incidence			Crime Rate			Percentage Variation	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014-2015	2015-2016
Murder	33,981	32,127	30,450	2.7	2.6	2.4	-5.5%	-5.2%
Kidnapping & Abduction	77,237	82,999	88,008	6.2	6.6	6.9	7.5%	6.0%
Total Violent Crimes	4,33,349	4,25,922	4,29,299	34.8	33.8	33.7	-1.7%	o.8%

Crimes against Children

Crime Head	Crime Incidence			Crime Rate			Percentage Variation	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014-2015	2015-2016
Total Crime Against Children	89,423	94,172	1,06,958	20.1	21.1	24.0	5.3%	13.6%

Crime Head	Total Cases Reported	Major State/UT during 2016		
Kidnapping & Abduction	54,723	Uttar Pradesh (9,657)	Maharashtra (7,956)	Madhya Pradesh (6,016)
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012	36,022	Uttar Pradesh (4,954)	Maharashtra (4,815)	Madhya Pradesh (4,717))

Juveniles in Conflict with Law

Crime Head	Crime Incidence			Percentage Variation	
	2014	2015	2016	2014-2015	2015-2016
Crime Incidence (IPC+SLL)	38,455	33,433	35,849	-13.1%	7.2%

S. No	Crime Head	Total Cases Reported	Major State/UT during 2016		
1.	Theft	7,717	Maharashtra (1,673)	Tamil Nadu (667)	Uttar Pradesh (611)
2.	Rape	1,903	Madhya Pradesh (442)	Maharashtra (258)	Rajasthan (159)
3.	Arms Act,1959	228	Bihar (79)	Maharashtra (38)	Rajasthan (19)
4.	Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000	224	Tamil Nadu (209)	Chhattisgarh (6)	Maharashtra (5)

[সূত্র : Crime in India 2016, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs]

তবে নারী সুরক্ষার প্রশ্নে নারীর ভূমিকাও অস্বীকার করার উপায় নেই। অত্যন্ত লজ্জাজনক একটি ঘটনা রঙিন জগতের হাতছানি, অর্থলাভের আশায়, খুব কম সময়ে রাতারাতি ধনী হয়ে উঠার লালসায় এক শ্রেণির নারী নিজেদের স্বেচ্ছায় পণ্য করে তুলেছে। তার ওপর Net দুনিয়ার হাতছানি নারী সুরক্ষাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। Facebook, WhatsApp, Skype প্রভৃতিতে Chatting এর মাধ্যমে মেয়েদের অধিকাংশই প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছে। মূল্যবোধ, উচিত-অনুচিত বোধ, সংযম লাজ-লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে এক শ্রেণির মেয়েরা প্রেমিকের সাথে নিজেদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে রাখছে বা নিজেরাই নিজেদের নগ্ন ছবি প্রেমিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। যার ফল স্বরূপ Blackmail এর শিকার হয়ে মেয়েরা অধিকাংশ সময়ই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। নারী সুরক্ষার প্রশ্নে এক্ষেত্রে একশ্রেণীর মেয়েরাই দায়ী এ কথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই।

বর্তমান ভারতের নারী ও শিশু কেউই সুরক্ষিত নয়। মহিলাদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে নিরাপত্তারও যথাযথ ব্যবস্থা আজও হয়নি। সরকারের নীতিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ায় এই ভাঙন মেয়েদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সামাজিক বৈষম্য ও বর্জন, বহিষ্কারের শিকার হচ্ছে আদিবাসী সমাজের মহিলা বা রিফিউজি ক্যাম্পের আশ্রয়রত মহিলারা।

এই Traffecking একজন নারীর জীবন থেকে ছিনিয়ে নেয় পরিবার, সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার, আত্মমর্যাদাবোধ, নিরাপত্তা, স্বপ্ন, ব্যক্তিসত্ত্বা, শরীর, সর্বোপরি ঠিকানা। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও HIV আক্রান্ত হয়ে অকালে ঢলে পড়তে হয় মৃত্যুর মুখে। শুধু তাই নয়, যৌন ব্যবসা ছাড়াও পরিবারের অসচ্ছলতার সুযোগে দালালরা দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের দেশে-বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে দাসত্ব করার জন্য।

আসলে পোষাকে আধুনিক হলেই মানসিকতায় আধুনিক হওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ভুলতে বসেছে নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, রুচিবোধকে। তাই অধিকাংশ সময়েই শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে

চলেছে। তাই ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া প্রতিনিয়ত হিংসাকে কম করে নারী সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কঠোর আইন প্রণয়ন, পুনরুদ্ধারিকরণ, কাউন্সিলিং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, প্রতিরোধ পুর্নবাসন (Rehabilitation) সর্বোপরি মানসিকতার পরিবর্তন। না হলে Women's empowerment, womens right - এর মত শব্দগুলো বইয়ের পাতাতেই সংরক্ষিত হয়ে থেকে যাবে, যথাযথ বাস্তবায়িত হবে না কোন দিনই।

References

1. ''Women in India : How free? How Equal?'' Kalyani Menon Sen, A.K. Shiva kumar (2001)

2. ''One World South Asia News : Imrana."

3. ''Globalization and the Indian Women: Hype and Reality" Rajendr Kaur.

4. ''Rajya Sabha passes women's Reservation Bill." The Hindu (Chennai, India) 10 March, 2010.

5. ''The Word's 5 most dangerous countries for Women: Thomson Reuters Foundation Survey." Reuters, Thomas (2011-08-13)

6. ''The woman who conquered on acid attack." Lakshmi bai Gayatri (2011-08-13)

7. Crime in India 2016, Statistics, National crime Records Bureau Ministry of Home Affairs.